Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 31-07-2026 17:40 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১৪ শ্রাবন্ ।। ১৪৩৩।। শুক্রবার ৩১ জুলাই ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৪১৩ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

সংসদের স্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছে এনসিপিআই! 'নোঙরের খোঁজে' মোদির দরবারে শতাব্দী

পোল্যান্ডের মাটিতে রুশ হামলা! ক্ষেপণাস্ত্রের জবাবে যুদ্ধবিমান মোতায়েন ন্যাটোর

পাকিস্তানের পাহাড়ে ভয়ংকর তুষারধস, নিখোঁজ বিখ্যাত নেপালি পর্বতারোহী নির্মল পুরজা-সহ ১০

রাজ্য জুড়ে সতর্কতা জারি

জইশ নিশানায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু!

বেঙ্গল এসটিএফের জালে পাক জঙ্গি

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা , বর্ধমান ঃ শুক্রবার বর্ধমানের রেনেসাঁ উপনগরী থেকে বেঙ্গল এসটিএফ গ্রেপ্তার করলো এক কাশ্মীরি জঙ্গি কে। ধৃত জঙ্গির নাম হামিদ মন্ডল। এই ঘটনায় রাজ্যজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন ছড়িয়ে পড়েছে। ধৃতের ফোন বাজেয়াপ্ত করার পর এসটিএফ জানতে পেরেছে সে জৈশ-ই-মহম্মদ গোষ্ঠীর সাজ্জাদ ভাট গোষ্ঠীর সদস্য। ফোনের সূত্র ধরে তাঁরা আরও জানতে পেরেছে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর গতিবিধি নজরে রাখছিল ধৃত ওই জঙ্গি। মুখ্যমন্ত্রীর উপর আক্রমণ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এই হামিদ মন্ডল। এদিন সকালে এসটিএফ - এর একটি দল বর্ধমান থানার পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালায়। এখানকার একটি ফ্লাটে ভাড়া নিয়ে ওই জঙ্গি এবং তার স্ত্রী ও একটি শিশু সহ পরিবার নিয়ে ছিল। শহরের অদূরে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে এই রকম একটি জনবহুল অভিজাত বসতি এলাকায় জঙ্গি গ্রেপ্তারের ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সোশ্যাল মিডিয়ায় অতি সক্রিয় ওই জঙ্গি গ্রেপ্তারের পর তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার করা হয়েছে বলে এসটিএফ দাবি করেছে। এদিন তাকে বর্ধমানের জেলা জজ আদালতে তোলা হয়। দীর্ঘদিন ধরেই বর্ধমান রেঁনেসা উপনগরী নানা অপরাধমূলক কাজকর্মের আঁতুড়ঘর হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ এলাকার বাসিন্দাদের। কোন খোঁজ খবর না করেই ফ্লাট ভাড়া দেওয়া, গাঁজা, মাদক বিক্রি সহ নানা ধরনের

কাজকর্ম চলে বলে অভিযোগ। এই উপনগরী থেকে প্রায় দু কিলোমিটারের মধ্যে এক সময়ের জঙ্গি ঘাঁটি খাগড়াগড় রয়েছে। যেখানে ২০১৪ সালে জঙ্গিদের ডেরায় বিস্ফোরণ ঘটার সারা দেশের শিরোনামে আসে ওই ঘটনা। সেই জায়গায় আবারও একজন কুখ্যাত জঙ্গি কিভাবে ঘাঁটি গেড়ে ছিল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রেঁনেসা টাউনশিপে বিএইচ- ৯ নম্বর ফ্লাটে প্রায় দুমাস ধরে পরিবার সহ ভাড়া নিয়ে ছিল। রেনেসাঁ উপনগরীর একটি ফ্ল্যাট থেকে শুক্রবার বেঙ্গল এসটিএফ ও বর্ধমান থানার পুলিশ হামিদ মন্ডল কে আটক করে। ধৃতের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করার পরই অভিযানকারী দলের অফিসারদের চোখ কপালে ওঠে। তড়িঘড়ি ধৃতকে গ্রেপ্তার করেন স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের অফিসাররা। এসটিএফ এর দাবি ধৃত জঙ্গির সঙ্গে পাকিস্তানের জঙ্গিগোষ্ঠী সাজ্জাদ ভাট গোষ্ঠীর যোগাযোগ রয়েছে। তার কাছে মোবাইল ফোন উদ্ধার করার পর যাবতীয় তথ্য পেয়েছে বিশেষ পুলিশ টাস্ক ফোর্স। তার কাছে মোবাইল চার্ট উদ্ধার করার হয়েছে। টাস্কফোর্স জানতে পেরেছে ওই সন্ত্রাসবাদীর উপর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ফলো করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল জঙ্গি গোষ্ঠীর তরফে। একই সাথে একাধিক নেতা নেত্রীদের উপরও টার্গেট ছিল বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান। এছাড়াও এখানে বসে সংগঠনের সদস্য সংগ্রহ এবং অ্যাপের মাধ্যমে পাকিস্তানের জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করে যাচ্ছিল বলে জানতে পেরেছে এসটিএফ। জানা গিয়েছে, হামিদ মন্ডলের সঙ্গে পুলওয়ামা কান্ডে যুক্ত জইশ - জঙ্গি দের যোগাযোগ আছে। তাকে হেফাজতে নিয়ে কলকাতায় গিয়ে যাবতীয় তদন্ত চালাবে পশ্চিমবঙ্গ এসটিএফ।

পাশাপাশি এই জঙ্গির সঙ্গে আরও কারা যুক্ত, কোথায় আছে সে বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত শুরু করেছে এসটিএফ ও রাজ্য পুলিশ। একই সঙ্গে রাজ্য জুড়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

মমতার সমর্থন ছাড়া হতে পারে না

টুলুর বিরুদ্ধে কড়া অ্যাকশন মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা ঃ বহুচর্চিত পাথরসম্রাট টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্তে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির হদিশ মিলেছে। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে সেই সম্পত্তির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একইসঙ্গে এই দুর্নীতির নেপথ্যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের প্রত্যক্ষ মদত ছিল বলে তীব্র আক্রমণ শানান তিনি।মুখ্যমন্ত্রী জানান, টুলু মণ্ডলের বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে থাকা ৯৩ কোটি টাকা ফ্রিজ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি নগদ ৫৩ লক্ষ টাকা, ২৬৮ গ্রাম সোনা, ৪০০ গ্রাম রুপো এবং ৬৩ গ্রাম প্ল্যাটিনামও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তদন্তে মিলেছে ৩টি টাকা গোনার মেশিন, একটি কম্পিউটার ও সিপিইউ এবং দু'টি পেনড্রাইভ।গাড়ির তালিকাও রীতিমতো চোখ কপালে তোলার মতো ; ৮৩টি ট্রাক ও ডাম্পার-সহ বিএমডব্লিউ, অডির মতো বিলাসবহুল গাড়ি মিলিয়ে মোট ২৪২টি গাড়ি বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এছাড়া মোট ২১টি স্থাবর সম্পত্তির খোঁজ মিলেছে, যার মধ্যে রয়েছে ৭টি বাড়ি, ১টি ফার্মহাউস, ২টি পেট্রল পাম্প, ১টি পার্কিং এবং ২টি ক্রাশার। সব মিলিয়ে প্রায় ৩০০ বিঘা সম্পত্তি

বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে বলে জানান শুভেন্দু।শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট ভাষায় বলেন, এত বড় মাপের দুর্নীতি এক দিনে বা কোনও ব্যক্তির একার পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের সমর্থন ছাড়া এই বিপুল সম্পদ গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না, এবং দীর্ঘদিন ধরে এই দুর্নীতির সঙ্গে বহু মানুষ জড়িত ছিলেন। তিনি বলেন, রাজ্যে বর্তমানে যা ঘটছে তার জন্য তিনি নিজে দায়ী নন, কিন্তু এরপর কী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে সেটাই আসল বিষয়। তাঁর মতে, ঊর্ধ্বতন স্তর থেকে নির্দেশ না এলে এত বড় দুর্নীতি সম্ভব হতো না, তাই শুধু পুলিশ বা জেলাশাসকদের দোষারোপ করে লাভ নেই।তবে যাঁরা এই দুর্নীতিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন মুখ্যমন্ত্রী। মূল চক্রীদের খুঁজে বের করতে প্রশাসন সর্বতোভাবে চেষ্টা চালাবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।তদন্ত শুরুর পর থেকেই বেপাত্তা টুলু মণ্ডল। মুখ্যমন্ত্রীর অনুমান, গত ৪ মে-র পর তিনি বিদেশে পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন। রাজ্য পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করে শুভেন্দু আশাবাদী, তদন্তকারীরা শীঘ্রই টুলুকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হবেন।

এই বামপন্থী পর্নতারকাই ঝড় তুলেছেন বিশ্বে

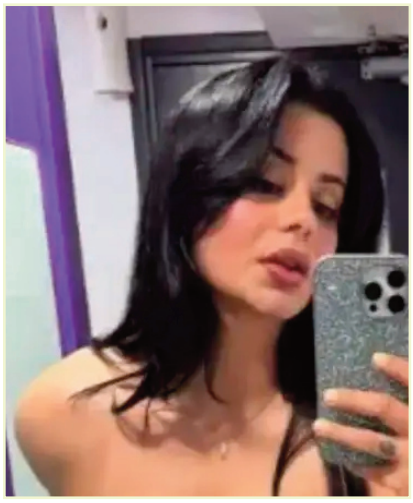

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ অ্যাডাল্ট কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের সামাজিক সুরক্ষা এবং মৌলিক অধিকার আদায়ের লড়াইকে হাতিয়ার করে কলম্বিয়ার রাজনীতিতে এক নজিরবিহীন ইতিহাস গড়লেন প্রাক্তন পর্ন তারকা ডেইসি আলেজান্দ্রা ওমানা অর্টিজ। এক্স-রেটেড জগতে 'আমারান্টা হাঙ্ক' নামে পরিচিত ৩৩ বছর বয়সী এই মহিলা সোমবার বোগোটায় কলম্বিয়ার সেনেটর হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন। তিনি বামপন্থী 'হিস্টোরিক প্যাক্ট' দলের প্রতিনিধি হিসেবে পার্লামেন্টে পা রাখলেন।কলম্বিয়ান সংবাদমাধ্যম লা অপিনিয়ন-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, অর্টিজ অতীতে পেশায় একজন সাংবাদিক ছিলেন। ২০১৭ সালে তিনি পর্ন ইন্ডাস্ট্রিতে যোগ দেন এবং দুই বছর কাজ করার পর ২০১৯ সালে সেই পেশা ছেড়ে সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। চলতি বছরের মার্চ মাসে নর্টে দে সান্তান্দার অঞ্চল থেকে তিনি নির্বাচিত হন।শপথ নেওয়ার পর অর্টিজ স্পষ্ট জানিয়েছেন, তাঁর প্রধান লক্ষ্য হলো দেশে অ্যাডাল্ট কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য উপযুক্ত সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। প্রচার ভিডিওতে সমাজ ও রাষ্ট্রের মানসিকতাকে কাঠগড়ায় তুলে তিনি বলেন, ক্মভুল তথ্য, কুসংস্কার এবং সামাজিক দ্বিমুখী নীতির কারণে এই ক্ষেত্রের মহিলারা চিরকাল রাষ্ট্রের সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকে গেছেন। কারণ কেউ এই ক্ষেত্রটিকে আইনি কাঠামোর আওতায় আনার উদ্যোগ নেয়নি। পর্ন তারকাদের রাজনীতিতে আসা নিয়ে সমালোচকদের তোলা প্রশ্নকেও কড়া ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি। সত্তরের দশকের তারকা ইলোনা স্ট্যালারের উদাহরণ টেনে, যিনি পরবর্তীতে ইতালির আইনপ্রণেতা হয়েছিলেন, অর্টিজ প্রশ্ন তোলেন, অ্যাডাল্ট ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করা কোনও মহিলা কেন জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারবেন না? তিনি আরও যোগ করেন, ক্মআমার এই জীবনঅভিজ্ঞতা আমাকে সামাজিক বৈষম্য, স্বাধীনতার লড়াই এবং সাধারণ অর্থনীতির বাস্তবতা বুঝতে শিখিয়েছে। সমাজ অ্যাডাল্ট ছবি উপভোগ করে, কিন্তু আমাদের ক্ষমতার কেন্দ্রে এসে কথা বলার অধিকার দিতে চায় না। উল্লেখ্য, কলম্বিয়ার বিদায়ী প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রোর দল 'হিস্টোরিক প্যাক্ট' দেশের সেনেটে সবচেয়ে বড় দল, যাদের ঝুলিতে রয়েছে ২৫টি আসন। এই দলের প্রার্থী তালিকার ২৩ নম্বরে থাকা অর্টিজ নির্বাচনে জয়লাভ করেন। অ্যাডাল্ট ক্রিয়েটরদের অধিকার রক্ষার পাশাপাশি মানসম্মত মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং যৌন নির্যাতন প্রতিরোধের পক্ষেও সওয়াল করছেন এই নবনির্বাচিত সেনেটর।অন্যদিকে, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আগামী ৭ আগস্ট কলম্বিয়ার নতুন রক্ষণশীল প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন আবেলফোর্দো দে লা এস্প্রিয়েলা। তবে অর্টিজের মতে, রাজনৈতিক রূপান্তরের যে সূচনা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে, তা দেশের প্রশাসনিক ধারায় এক দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলবে।

বিমান চলাচল করে না, নেই যাত্রীও, তবু সেরার তকমা

নয়া জামানা ডেক্স ঃ আদতে একটা বিমানবন্দর। কিন্তু একটিও বিমান চলাচল করে না। এ দিকে ভারতের 'এয়ারপোর্ট কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন ইনডেক্স'-এ শীর্ষস্থানে জ্বলজ্বল করছে মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহো বিমানবন্দরের নাম। এই বিরল ঘটনা সাধারণ মানুষ থেকে শুরু বিমানসংস্থাগুলির মধ্যে ব্যাপক বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। যা সম্প্রতি নানা সংবাদমাধ্যমে চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেই বিমানবন্দরে কোনও বিমান চলাচল করেনা, তা কী করে এখনও শীর্ষস্থানে? জানা গিয়েছে, খাজুরাহো বিমানবন্দরটি আগে দিল্লি ও বারাণসীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। তবে গত ১ জুলাই থেকে পরিস্থিতি বদলেছে। বিমানবন্দরে সমস্ত নির্ধারিত বিমান পরিষেবা স্থগিত রয়েছে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগামী অক্টোবর মাসের আগে সেখানে নতুন করে কোনও বিমান চালু হওয়ার সম্ভাবনাও নেই।সরকারি সংস্থা এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বছরে দু'বার এই ইনডেক্স তালিকা প্রকাশ করে। বিমানবন্দরের পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা, কর্মীদের ব্যবহার এবং শৌচালয়ের পরিচ্ছন্নতার মতো মোট ৩৩টি মাপকের উপর নির্ভর করে তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়। ইনডেক্স তালিকায় বিমান বা ট্রাফিকের সংখ্যা কিংবা গন্তব্যের মধ্যে কানেক্টিভিটিকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এর ফলে কোনও ফ্লাইট না থাকা সত্ত্বেও যাত্রী পরিষেবার মান এবং ভিড় না থাকায় এই বিমানবন্দরটি শীর্ষস্থান অর্জন করেছে। দিল্লির মতো বড় বিমানবন্দরগুলিতে যেখানে প্রতি বছর কোটিরও

বেশি যাত্রীর চাপ সামলাতে হিমশিম খায়। সেখানে ছোট বিমানবন্দরগুলিতে দীর্ঘ লাইন, যানজট এবং ব্যাগেজ নিয়ে নানা সমস্যায় জেরবার হতে হয় না। খাজুরাহোতে কম যাত্রী থাকার কারণে স্বভাবতই ভ্রমণকারীরা কম বিরক্ত হন। পরিষেবার মানও ভালো দেখায়। তাই শীর্ষস্থানে রয়েছে খাজুরাহো বিমানবন্দর।বিমানবন্দরের এই কৃতিত্ব নিয়ে ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে শুরু হয়েছে হাসিঠাট্টা ও কড়া সমালোচনা। কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি বলেছেন, ক্মসম্ভবত নিখুঁত সুশাসনের রহস্যও খুবই সহজ। যাত্রী, পরিষেবা কিছুই না থাকায় কোনও অভিযোগও নেই। কেবল 'স্যাটিসফ্যাকশন'ই রয়েছে। সমাজমাধ্যমে আরও একজন ব্যবহারকারী রসিকতা করে লিখেছেন, ভারতের শীর্ষ র‌্যাঙ্কপ্রাপ্ত খাজুরাহো বিমানবন্দরে পৌঁছতে চাইলে ট্রেনে করে খাজুরাহো স্টেশনে যেতে হবে।

তারপর ১০ মিনিটের রিকশা রাইড নিতে হবে। কারণ ওই বিমানবন্দর থেকে বর্তমানে কোনও বিমান ওড়ে না।ক্ম এছাড়া কম ব্যবহৃত বিমানবন্দর রক্ষণাবেক্ষণে কোটি কোটি টাকা অপচয় নিয়েও সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন উঠেছে।

আজকের দিনেই ইতিহাস গড়েছিলেন জ্যোতি বসু!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ আজ মোবাইল ফোন ছাড়া আমাদের দৈনন্দিন জীবন কল্পনা করাই কঠিন। কথা বলা থেকে অনলাইন ব্যাঙ্কিং, পড়াশোনা, অফিসের কাজ, কেনাকাটা-সবই এখন স্মার্টফোনের মাধ্যমে করা যায়। কিন্তু জানেন কি, ভারতে প্রথম মোবাইল ফোন কল হয়েছিল ১৯৯৫ সালের ৩১ জুলাই? আর সেই ঐতিহাসিক ফোনটি করেছিলেন তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু।১৯৯৫ সালের ৩১ জুলাই ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে সেলুলার মোবাইল পরিষেবার যুগে প্রবেশ করে। সেই দিন কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং থেকে জ্যোতি বসু ফোন করেছিলেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় টেলিযোগাযোগমন্ত্রী সুখরামকে, যিনি তখন নয়াদিল্লিতে ছিলেন। এই কয়েক মিনিটের কথোপকথনই ভারতের টেলিকম ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এই পরিষেবা চালু করেছিল মোদি টেলস্ট্রা, যা ভারতের মোদি গ্রুপ এবং অস্ট্রেলিয়ার টেলস্ট্রার যৌথ উদ্যোগ ছিল। সংস্থাটি মোবাইলনেট নামে জিএসএম প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে পরিষেবা শুরু করে। সেই সময় জিএসএম প্রযুক্তি ছিল অত্যাধুনিক, আর এই প্রযুক্তির মাধ্যমেই প্রথম মোবাইল ফোন কলটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। জ্যোতি বসু এবং সুখরাম, দু'জনেই নোকিয়ার মোবাইল ফোন ব্যবহার করেছিলেন।তবে তখন মোবাইল ফোন আজকের মতো সহজলভ্য ছিল না। একটি মোবাইল ফোন কিনতে কয়েক হাজার লক্ষাধিক টাকা খরচ হত। শুধু ফোন করলেই নয়, ফোন ধরলেও আলাদা টাকা দিতে হতো। প্রতি মিনিটে কলের খরচও ছিল অনেক বেশি। ফলে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে ছিল এই প্রযুক্তি। ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং উচ্চপদস্থ

কর্মকর্তারাই মূলত মোবাইল ব্যবহার করতেন।এরপর ধীরে ধীরে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। নতুন টেলিকম সংস্থা বাজারে আসে, প্রতিযোগিতা বাড়ে এবং কলের খরচ কমতে থাকে। মোবাইল ফোনের দামও কমে যায়। ফলে সাধারণ মানুষের হাতেও পৌঁছে যায় এই প্রযুক্তি। পরে ২জি, ৩জি, ৪জি এবং এখন ৫জি পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আজ দেশে ১০০ কোটিরও বেশি মোবাইল সংযোগ রয়েছে। শহর থেকে গ্রাম, প্রায় সর্বত্রই মোবাইল নেটওয়ার্ক পৌঁছে গিয়েছে। এখন স্মার্টফোন শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি শিক্ষা, চিকিৎসা, ডিজিটাল পেমেন্ট, সরকারি পরিষেবা, ব্যবসা এবং বিনোদনের অন্যতম ভরসা। আজ থেকে ৩১ বছর আগে জ্যোতি বসুর সেই একটি ফোনকল হয়তো তখন খুব সাধারণ একটি ঘটনা বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু ইতিহাস বলছে, সেই মুহূর্তই ছিল ভারতের ডিজিটাল বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ। আজকের আধুনিক, সংযুক্ত ভারতের ভিত্তি তৈরি হয়েছিল ১৯৯৫ সালের ৩১ জুলাইয়ের সেই ঐতিহাসিক মোবাইল ফোন কলের মাধ্যমেই।

নিশুতি রাতে তেঁতুলগাছে...

নয়া জামানা ডেক্স ঃ কুড়িগ্রামের উলিপুরে এক গৃহবধূকে একই তেঁতুল গাছের মগডাল থেকে বারবার উদ্ধারের ঘটনায় পুরো এলাকায় ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশে। উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের গোড়াই আনন্দবাজার এলাকায় সোমবার ভোর রাতে ৪৫ বছর বয়সী সাজেদা বেগম নামের ওই মহিলাকে একটি উঁচু তেঁতুল গাছের ৮০ ফুট উঁচু একেবারে ওপরের ডালে বসে থাকতে দেখা যায়। খবরটি মুহূর্তের মধ্যে চারপাশে ছড়িয়ে পড়লে উৎসুক বহু মানুষ তাঁকে একনজর দেখতে গাছের নিচে ভিড় জমাতে থাকেন। সাজেদা বেগম ওই এলাকার আবু সাঈদের স্ত্রী এবং তিন সন্তানের জননী।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গাছের নিচে মানুষের উপস্থিতি ও ভিড় বাড়তে দেখে সাজেদা বেগম ধীরে ধীরে ডাল বেয়ে নিচে নামতে শুরু করেন। তবে নিচে নেমে সোজা না হেঁটে তিনি হঠাৎ করেই পাশের একটি গভীর পুকুরে লাফিয়ে পড়েন। পরবর্তীতে বুকসমান পানি সাঁতরে পুকুরের পাড়ে উঠে তিনি নিজের মতো করে চলে যান। স্বজনদের দাবি, একে একে এ নিয়ে চারবার তাঁকে একই তেঁতুল গাছ থেকে উদ্ধার করা হল।

Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 31-07-2026 17:40 Page 3

বর্ষার শুরুতেই পদ্মার ভাঙ্গন তাণ্ডব

এলাকা পরিদর্শনে বিধায়ক আখরুজ্জামান

আনিকুল ইসলাম,নয়া জামানা, রঘুনাথগঞ্জ ঃ বর্ষার শুরুতেই মুর্শিদাবাদে পদ্মা নদীর রুদ্ররূপ। নদীতে জলস্তর বৃদ্ধি পেতেই রঘুনাথগঞ্জ-২ নম্বর ব্লকের রাধাকৃষ্ণপুর এলাকায় দেখা দিয়েছে তীব্র নদীভাঙন। তাসের ঘরের মতো নদীগর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে একের পর এক কৃষি জমি ও জনবসতির অংশ। আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন নদীপাড়ের বাসিন্দারা। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই এলাকা পরিদর্শনে পৌঁছেছেন স্থানীয় বিধায়ক আখ রুজ্জামান।পদ্মার জল বাড়তেই আতঙ্কের মেঘ মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ-২ নম্বর ব্লকের রাধাকৃষ্ণপুরে। গত কয়েক দিন ধরে অল্প অল্প করে জল বাড়লেও, গত ২৪ ঘণ্টায় মারাত্মক রূপ নিয়েছে পদ্মার ভাঙন। নদীর পেটে বিলীন হয়ে যাচ্ছে বিঘা বিঘা কৃষি জমি ও গাছপালা। গিলে খাওয়া নদীর গ্রাস এখন ক্রমশ এগিয়ে আসছে লোকালয়ের দিকে। ফলে ভিটেমাটি হারানোর আশঙ্কায় দিন গুনছেন নদীপাড়ের শয়ে শয়ে পরিবার।ভাঙনের তীব্রতা পর্যালোচনা করতে খবর পাওয়া মাত্রই সরেজমিনে রাধাকৃষ্ণপুরে

পৌঁছান রঘুনাথগঞ্জের বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার চিফ হুইপ আখরুজ্জামান। তিনি নদীপাড় ধরে হেঁটে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি ঘুরে দেখেন এবং গৃহহারা ও আতঙ্কিত গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন। ভাঙন রুখতে সেচ দফতর কী পদক্ষেপ নিচ্ছে, তারও খোঁজখবর নেন তিনি।বিধায়ক আখরুজ্জামান বলেন পদ্মার জল বাড়ার সাথে সাথেই রাধাকৃষ্ণপুরে নতুন করে ভাঙন শুরু হয়েছে। খ বর পাওয়ার সাথে সাথেই আমি পরিস্থিতি দেখতে এসেছি। গ্রামবাসীদের আতঙ্ক স্বাভাবিক। সেচ দফতর ও জেলা প্রশাসনের সাথে আমার কথা হয়েছে। দ্রুত জিও ব্যাগ ও বালির বস্তা ফেলে ভাঙন আটকানোর সাময়িক কাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্থায়ী সমাধানের জন্য আমরা রাজ্য সরকারের কাছে দরবার করছি। পদ্মায় জল বাড়লে সরকারি কাজ শুরু হয়, কিন্তু বর্ষা শেষ হলে কাজ বন্ধ থাকে;এই সংস্কৃতি বদলানো দরকার। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতি বছর বর্ষা এলেই পদ্মার এই রূঢ় রূপের মুখোমুখি হতে হয় তাদের। কোনো স্থায়ী বাঁধ না থাকায় বারবার ভিটেমাটি হারিয়ে দিশেহারা হন নদীপাড়ের মানুষেরা। তবে এবার বর্ষার শেষেই যাতে স্থায়ী কাজ শুরু হয়, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিধায়ক নিজেও। এখন দেখার, সেচ দফতর কতটা দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা নিয়ে রাধাকৃষ্ণপুরের বাসিন্দাদের এই আতঙ্ক থেকে মুক্তি দিতে পারে।

আবাসে-কাটমানি দুর্নীতি !

ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত

প্রধানকে লক্ষ্য করে ডিম থেরাপি

বাবলু রহমান, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ আবাস যোজনা, পাড়ায় সমাধান সহ একাধিক প্রকল্পের দুর্নীতি এবং কাটমানির অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ ব্লকের ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়। সরকারি প্রকল্পের বৈঠক চলাকালীন দুর্নীতির প্রতিবাদে ফুঁসে ওঠেন স্থানীয়রা। অভিযোগ, অভিযুক্ত প্রধান, উপপ্রধান ও এক পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামীকে লক্ষ্য করে ডিম ছুড়তে শুরু করেন বিক্ষুব্ধ জনতা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শেষ পর্যন্ত পুলিশ এসে প্রধান সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের থানায় নিয়ে যায়।এদিন ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। পূর্বনির্ধারিত সেই সভায় প্রধান লিপিকা রায়, উপপ্রধান রেজাউল ইসলাম এবং অন্যান্য পঞ্চায়েত সদস্যরা উপস্থিত হন। সভা শুরু হতেই আবাস যোজনা এবং ‘পাড়ায় সমাধান’ প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তাঁদের ঘিরে ধরে প্রশ্ন শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

কাটমানি ফেরত দেওয়ার দাবিতে স্লোগানে ফেটে পড়ে পুরো চত্বর।গ্রামবাসী বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, আবাস যোজনার ঘর বরাদ্দ হলেও পঞ্চায়েতের কর্মী ও সদস্যদের যোগসাজশে ইচ্ছাকৃতভাবে তা অন্য একজনের নামে বদল করে দেওয়া হয়। সরকারি খাতায় নাম থাকলেও বাস্তবে তাঁরা কোনো টাকা পাননি। সেক্রেটারিকে জানিয়েও সুরাহা না মেলায় ক্ষোভ বাড়ে। অপর দিকে পাড়ায় সমাধান প্রকল্পের ১০ লক্ষ টাকার তহবিল পুরোপুরি লুট করা হয়েছে। এই দুর্নীতির হিসাব চাইতেই প্রধান ও উপপ্রধান কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি, যা দেখে সাধারণ মানুষের রাগ চরমে ওঠে। এরপরই প্রধান ও উপপ্রধানকে লক্ষ্য করে ডিম ছুড়তে শুরু করেন বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী।পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় মেখ লিগঞ্জ থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং প্রধান সহ অন্যান্য পঞ্চায়েত সদস্যদের পুলিশের গাড়িতে করে থানায় সরিয়ে নিয়ে যায়। এদিকে পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে জনপ্রতিনিধিরা বেরোতেই সেখ ানে গোবর জল ছিটিয়ে গোটা অফিস শুদ্ধিকরণ করেন বিজেপি যুব মোর্চার কর্মীরা।

নিষিদ্ধ মাদক সহ গ্রেফতার ১ পাচারকারী

নয়া জামানা, ফালাকাটা ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গতকাল এক বড়সড় মাদকবিরোধী অভিযান চালাল ফালাকাটা থানার পুলিশ। আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা থানার অন্তর্গত জটেশ্বর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দলগাঁও বস্তি এলাকায় এই অভিযান চালানো হয় ।অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ মাদক ট্যাবলেট সহ এক মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম সঞ্জু মুন্ডা। সে দলগাঁও বস্তির বাসিন্দা ।এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এবং নিরপেক্ষ সাক্ষীদের উপস্থিতিতে সম্পূর্ণ ভিডিওগ্রাফি করে মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়। যা আনুমানিক ৫ লক্ষ টাকার বলে দাবি পুলিশের।পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফালাকাটা থানায় এনডিপিস আইনে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে । ঘটনার গভীরে পৌঁছাতে এবং এই চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য সহযোগীদের গ্রেফতার করতে ধৃতকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে। এলাকাকে মাদকমুক্ত করতে এই ধরণের তল্লাশি অভিযান আগামীদিনেও জারি থাকবে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ।

নিজের টাকায় স্মার্টফোন কিনে জনগণনার নির্দেশ ! ক্ষোভে শিক্ষক-সরকারি কর্মীরা

প্রদীপ কুন্ডু,নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ সাম্প্রতিক সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ছবিতে দেখা যায়, এক কমান্ডার তাঁর সৈন্যদের বলছেন; ততোমাদের যুদ্ধে যেতে হবে, তবে বন্দুক কিনতে হবে নিজেদের টাকায়।দ উত্তরে সৈন্যদের প্রশ্ন; তস্যার, যুদ্ধটা কি দেশের, নাকি আমার?দ সেই ভাইরাল ছবির বাস্তব প্রতিফলন যেন এবার দেখা যাচ্ছে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকে শুরু হতে চলা জনগণনার প্রস্তুতিতে।আগামী ১ আগস্ট থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হচ্ছে প্রথম দফার জনগণনা। তার আগে তুফানগঞ্জ পৌরসভার কমিউনিটি হলে চলছে গণনাকারীদের প্রশিক্ষণ শিবির। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জনগণনার কাজে ব্যবহারের জন্য ‘২০২৭ হাউস লিস্টিং ট্রেনিং’ নামে একটি বিশেষ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই অ্যাপের মাধ্যমেই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ, নথি আপলোড এবং ডিজিটাল রিপোর্টিংয়ের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।কিন্তু সমস্যার সূত্রপাত এখানেই। প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া বহু শিক্ষক ও সরকারি কর্মীর অভিযোগ, তাঁদের ব্যবহৃত পুরনো অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ওই অ্যাপ ইনস্টলই হচ্ছে না। অনেকের ফোনের হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যার সেই মানের নয়, আবার বহু কর্মীর স্মার্টফোন ব্যবহারের অভিজ্ঞতাও সীমিত। ফলে শুরুতেই চরম অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগের মুখে পড়েছেন তাঁরা। অভিযোগ, বিষয়টি ব্লক প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট আধিকারিক দের জানানো হলে সমস্যার সমাধান তো দূরের কথা, উল্টে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে; কাজ করতেই হবে। প্রয়োজনে পরিবারের কারও উন্নতমানের ফোন ব্যবহার করতে হবে, না হলে নিজের খরচে নতুন স্মার্টফোন কিনে আনতে হবে। এই কথাতেই ক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে শিক্ষক ও কর্মচারী মহলে।

তাঁদের প্রশ্ন, সরকারি দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম যদি সরকার বা প্রশাসন সরবরাহ না করে, তাহলে কেন ব্যক্তিগত অর্থ ব্যয় করে কর্মীদের সেই ঘাটতি পূরণ করতে হবে? জনগণনার মতো গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো নিশ্চিত করার দায়িত্ব কি প্রশাসনের নয়?

বিদেশে গা ঢাকা টুলু মণ্ডল ? ১৫ ঘণ্টার তল্লাশির পর সিউড়ির প্রাসাদোপম বাড়ি সিল

নয়া জামানা, সিউড়ি ঃ বীরভূমের পাথর ও বালি ব্যবসার পরিচিত নাম টুলু মণ্ডল ওরফে মহম্মদ নাজিবুদ্দিন কোথায় রয়েছেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তাঁর ভগ্নিপতি মিনার শেখ গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকেই টুলুর অবস্থান নিয়ে জল্পনা তীব্র হয়েছে। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, তিনি সম্ভবত বিদেশে গা ঢাকা দিয়েছেন। তবে এ বিষয়ে এখনও কোনও সরকারি নিশ্চিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে টুলু মণ্ডলের সিউড়ির সুভাষপল্লির বাড়িসহ একাধিক ঘাঁটিতে অভিযান চালায় জেলা পুলিশ। মিনার শেখের বিপুল সম্পদের উৎস এবং আর্থিক লেনদেনের সূত্র খুঁজতেই এই তল্লাশি বলে তদন্তকারী সূত্রের দাবি। অভিযানে নেতৃত্ব দেন ডিএসপি (ডিইবি) সুরজিৎ মণ্ডল, ডিএসপি (সদর) সৌরভ ভট্টাচার্য, সিউড়ি থানার আইসি শৈলেন্দ্র উপাধ্যায়-সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।প্রায় টানা ১৫ ঘণ্টা ধরে চলা তল্লাশি শেষে শুক্রবার গভীর রাতে বাড়িটি সিল করে দেন তদন্তকারীরা। বাড়ি থেকে পরিচারিকা ও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের বের করে দেওয়া

হয়। এমনকি টুলু মণ্ডলের পোষ্য সারমেয় ‘লিলি’-কেও বাড়ি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তল্লাশিতে বাড়ি থেকে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা নগদ এবং প্রায় ১৫০ গ্রাম সোনা উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সম্পদের উৎস ও নথিপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে।তদন্তে উঠে এসেছে টুলু মণ্ডলের বিলাসবহুল জীবনযাপনের একাধিক তথ্য। সিউড়ির সুভাষপল্লিতে অবস্থিত তাঁর চারতলা প্রাসাদোপম বাড়িটি যে কোনও অভিজাত রিসর্টকেও টেক্কা দিতে পারে। বিশাল প্রবেশদ্বার পেরিয়েই নজরে পড়ে সুসজ্জিত লন, বিদেশি ও বাহারি গাছপালা এবং সারিবদ্ধ ঝাউগাছ। গোটা বাগানের নিয়মিত পরিচর্যার স্পষ্ট ছাপ মিলেছে।বাড়ির ভিতরে রয়েছে একাধিক আধুনিক সুযোগ-সুবিধা। একতলা থেকে ওপরের তলায় ওঠানামার জন্য রয়েছে লিফট। রয়েছে অত্যাধুনিক জিম, দামি শরীরচর্চার সরঞ্জাম, ব্যক্তিগত থিয়েটার হাউস এবং সুইমিং পুল। সম্পূর্ণ মার্বেল পাথরে মোড়া মেঝে, নান্দনিক আলোসজ্জা এবং দৃষ্টিনন্দন দরজা-জানলা বাড়িটির আভিজাত্য আরও বাড়িয়েছে। বাড়ির সঙ্গে রয়েছে দু'টি গ্যারেজ, যেখানে রাখা রয়েছে দু'টি বিলাসবহুল গাড়ি।তদন্তকারীদের দাবি, সিউড়ির সোঁৎশালে টুলু মণ্ডলের পৈতৃক বাড়ি রয়েছে। পাশাপাশি মহম্মদবাজার এলাকায় তাঁর বড় ট্রাক ও লরি পার্কিংয়ের ব্যবস্থাও রয়েছে। এসব সম্পত্তি ও আর্থিক লেনদেনের নথিও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে।টুলু মণ্ডলের বর্তমান অবস্থান এখনও অধরা। তাঁর সন্ধানে বিভিন্ন সূত্রে তদন্ত চালাচ্ছেন গোয়েন্দারা। একইসঙ্গে উদ্ধার হওয়া নগদ, সোনা এবং অন্যান্য সম্পত্তির উৎস খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তদন্তকারীরা।

Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 31-07-2026 17:40 Page 4

১১ জন বিদ্রোহী সেনাকে ইংরেজরা ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল এই পার্কে

পুরোনো ঢাকা বেশ গমগমে জায়গা। এখানে যেমন চকবাজার রয়েছে, তেমনি আছে নয়াবাজার, মিডফোর্ড, সিদ্দিকবাজার, নবাবপুরের মতো বেশ কিছু অর্থনৈতিক ঘাঁটি। ঢাকার অন্যতম প্রধান নৌবন্দর সদরঘাটের অবস্থানও পুরোনো ঢাকাতেই। সদরঘাট এলাকাতে ঢুকতেই লক্ষ্মীবাজারের ঠিক মাথায় লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা এক পার্কের দেখা মিলবে। ৭টি রাস্তা একত্রিত হয়েছে পার্কটিকে কেন্দ্র করে। এই পার্কটি বেশ পুরোনো। ১৮ শতকের শেষ ভাগে এখানে ঢাকানিবাসী আর্মেনিয়ানদের বিলিয়ার্ড খেলার ক্লাব ছিল। আশেপাশের মানুষরা কথ্য ভাষায় বিলিয়ার্ডকে 'আন্টা' নামে ডাকত। আর ক্লাবটাকে বলত 'আন্টাঘর'। ক্লাব সংলগ্ন মাঠটি পরিচিত ছিল 'আন্টাঘর ময়দান' নামে। ১৯ শতকের শুরুতে ব্রিটিশরা জায়গাটিকে কিনে নেয়। তারাই এখানে পার্ক তৈরি করে। পার্কের চারদিক লোহা দিয়ে ঘিরে দেয়, চার কোণে বসায় চারটে কামান। ঢাকার নবাব স্যার আব্দুল গনি তখন পার্কের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ব্রিটিশরা এখানে বিলিয়ার্ড, টেনিস, ব্যাডমিন্টন খেলত, পার্টি করত, আড্ডা দিত। ১৮৫৭ সালে সারা দেশে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে শুরু হয় বিদ্রোহ। সেই মহাবিদ্রোহের আঁচ এসে পড়েছিল ঢাকাতেও। লালবাগ কেল্লার দেশীয় সেনারাও বিদ্রোহে সামিল হয়েছিলেন। ২২ নভেম্বর এঁদের আক্রমণ করে ব্রিটিশ মেরিন সেনারা। ঢাকার নবাব আব্দুল গনি ইংরেজদের পক্ষ নিয়েছিলেন। দেশীয় সেনারাও প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। যদিও শেষরক্ষা হয়নি। জোরদার যুদ্ধে অনেক বিদ্রোহী মারা যান, অনেকে পালিয়ে যান ময়মনসিংহের দিকে। পালিয়ে যাওয়া সেপাইদের মধ্যে বেশ করেকজনকে গ্রেপ্তার করে ব্রিটিশ সেনা। যুদ্ধে আহত এবং পালিয়ে যাওয়া বিদ্রোহী সেনাদের হল কোর্ট মার্শাল। শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আন্টাঘর ময়দানে জনগণের সামনে প্রকাশ্যে ১ জন মহিলা-সহ ১১ জনকে ফাঁসিতে চড়ানো হল। সাধারণ মানুষ যাতে বিদ্রোহ করতে সাহস না পায়, তাদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিতে বিদ্রোহী সেনাদের লাশগুলোকে দিনের পর দিন ময়দানের গাছে গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। জায়গাটা নিয়ে ভূতুড়ে গল্প রটে গেল চারপাশের অঞ্চলে। অন্যদিকে, বিদ্রোহ দমনের পর ইংরেজরা তাদের বাহিনীর মৃত সেনাদের স্মরণে এক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে এই ময়দানে।মহাবিদ্রোহের পর ভারতের শাসনক্ষমতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির থেকে নিজের হাতে তুলে নেয় রানি ভিক্টোরিয়ার সরকার। তখন এই পার্কের নাম হয়ে যায় ভিক্টোরিয়া পার্ক। ক্লাবটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ঢাকার নবাবেরা। ১৮৮৪ সালে ঢাকার নবাব খাজা আহসানউল্লাহ্-র বড়ো ছেলে হাফিজুল্লাহ্ অকালে মারা যান। তাঁর মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল ঢাকাবাসী। তাঁর স্মৃতিরক্ষায় ইংরেজরা ভিক্টোরিয়া পার্কে একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করে। স্মৃতিস্তম্ভটির উদ্বোধন করা হয়েছিল ১৮৮৫ সালে।১৯৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের ১০০ বছর পূর্তি ঘটে। সেই উপলক্ষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে শহিদ হওয়া দেশপ্রেমীদের সম্মান জানাতে ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের উদ্যোগে এখানে এক বিশাল চারকোণা স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়। পার্কের নাম পাল্টে রাখা হয় 'বাহাদুর শাহ পার্ক'। মহাবিদ্রোহের সময়ে বিদ্রোহী যোদ্ধারা ঠিক করেছিলেন, ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতের শাসনভার তুলে দেওয়া হবে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের হাতে। সেই শেষ মুঘল সম্রাটের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই পার্কের এরকম নাম রাখা হয়েছিল। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

পুরোনো ঢাকা বেশ গমগমে জায়গা। এখানে যেমন চকবাজার রয়েছে, তেমনি আছে নয়াবাজার, মিডফোর্ড, সিদ্দিকবাজার, নবাবপুরের মতো বেশ কিছু অর্থনৈতিক ঘাঁটি। ঢাকার অন্যতম প্রধান নৌবন্দর সদরঘাটের অবস্থানও পুরোনো ঢাকাতেই। সদরঘাট এলাকাতে ঢুকতেই লক্ষ্মীবাজারের ঠিক মাথায় লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা এক পার্কের দেখা মিলবে। ৭টি রাস্তা একত্রিত হয়েছে পার্কটিকে কেন্দ্র করে। এই পার্কটি বেশ পুরোনো। ১৮ শতকের শেষ ভাগে এখানে ঢাকানিবাসী আর্মেনিয়ানদের বিলিয়ার্ড খেলার ক্লাব ছিল। আশেপাশের মানুষরা কথ্য ভাষায় বিলিয়ার্ডকে 'আন্টা' নামে ডাকত।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।